যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

রৌমারী দাঁতভাঙা স্কুল অ্যান্ড কলেজ

৩০ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে ২য় স্থান অধিকারীকে অধ্যক্ষ নিয়োগ

কুড়িগ্রাম ও রৌমারী প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙা স্কুল অ্যান্ড কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলেও বদিউজ্জামান নামের একজনকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ জন্য ওই প্রার্থীর কাছ থেকে ৩০ লাখ টাকা উৎকোচ নেয়া হয় বলে প্রতিযোগী প্রার্থীরা অভিযোগ করেছেন।

প্রার্থী ও কলেজ গভর্নিং বডির সদস্যদের অভিযোগে জানা গেছে, গত ২৮ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এতে ক্যায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামের প্রার্থী পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। আর যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তিনি ২য় স্থান অধিকার করেন। নিয়মানুসারে পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন তিনিই নিয়োগ পাবেন। কিন্তু নিয়োগ পরীক্ষার সদস্যদের টাকা না দেয়ার কারণে প্রথম স্থান অধিকারীকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী কায়দে আযম বলেন, 'আমার কাছে ২০ লাখ টাকা চেয়েছিল। কিন্তু আমি টাকা দিতে না পারায় নিয়োগ দেয়নি।'

কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য রফিকুল ইসলাম নাঞ্জু বলেন, 'আমাদের সদস্যদের মাঝে অলিখিত এক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যাকে নিয়োগ দেয়া হবে তার কাছ থেকে ৩০ লাখ টাকা নেয়া হবে। ১০ লাখ টাকা কলেজের ফান্ডে জমা দেয়ার কথা থাকলেও সব টাকা সরকারি দলের নেতা এবং কয়েকজন সদস্য ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।' তার মধ্যে গভর্নিং বডির সদস্য সরকারি দলের নেতা নুর আলম, আমীর হোসেন ও ওয়াহেদুজ্জামান এ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাওয়া বদিউজ্জামান বলেন, 'কোনো টাকা-পয়সা আমি দেইনি। পরীক্ষায় আমি ভালো করেছি তাই নিয়োগ বোর্ড আমাকে নিয়োগ দিয়েছে।'

অভিযুক্ত গভর্নিং বডির সদস্য আমীর হোসেন নিজে ঘুষ গ্রহণের কথা অস্বীকার করে বলেন, 'আমি আওয়ামী যুবলীগ নেতা এটা ঠিক কিন্তু নিয়োগে আমি কোনো প্রভাব খাটাইনি। আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দিলে কিছু টাকা তো নেবেই। এটা নতুন কিছু নয়।'

এ প্রসঙ্গে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য রুহুল আমিন বলেন, 'আমি কোনো টাকা নেইনি। ক্ষমতাসীন দলের জেলা ও উপজেলার কয়েকজন নেতা জোরপূর্বক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে নিয়োগ দিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তারা টাকা নিয়েছে কিনা আমি তা জানি না।'